দৈনিক ইনকিলাব

NOV 26 2002

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬.....

সম্পাদক সমীপে

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রসঙ্গে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত দেশবাসীসহ আন্তর্জাতিক পর্যায়েও নন্দিত হয়েছে। শিক্ষাই যেহেতু জাতির মেরুদণ্ড। সুতরাং উক্ত সিদ্ধান্তমতে দেশের দরিদ্র ও ছিন্নমূল পরিবারের শিশুরা শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পাবে এবং শিশুদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হবে। সরকারী এ ঘোষণাপত্র পত্রিকা, পোস্টার, লিফলেট এবং জাতীয় প্রচার মাধ্যম টেলিভিশন ও রেডিওতে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে এবং আজো নাটক, জীবন্তিকাসহ বিভিন্ন কায়দায় প্রচার করা হচ্ছে। ফলে দেশের সর্বস্তরের জনগণ বিশেষ করে দরিদ্র, অসহায় ছিন্নমূল জনগোষ্ঠী নিজেদের শিশুদের মানুষ করার রঙিন স্বপ্ন দেখে আশায় বুক বেঁধে নিজেদের শিশুদের হাতে ধরে নিয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়েছে।

কিন্তু সম্প্রতি জারিকৃত এক সার্কুলারে বলা হয়েছে যে- শহর, নগর ও পৌরসভায় অবস্থিত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এ উপবৃত্তির সুবিধা পাবে না। উক্ত সংবাদ দেশবাসীসহ 'আমরা যারা প্রাথমিক শিক্ষার সাথে ওতপ্রোত জড়িত' আমাদেরকে হতাশ করেছে। পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয়গুলোতে আমরা সরকারী আশ্বাসবাণী শুনিয়ে দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের শিশুদের হোমভিজিটের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে ভর্তি করালাম এখন আমাদের জবাব কি? তাই আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমীপে সবিনয়ে জানতে চাই- শহর বা পৌরসভায় অবস্থানকারী দরিদ্র ও অসহায় ছিন্নমূল পরিবারের শিশুদের অপরাধ কি? তারা কি শহরে বা পৌরসভায় অবস্থান করে পূর্ণ নাগরিক সুবিধা ভোগ করছে? যেমন : সাপ্তাহিক রেশনিং, উন্নততর স্বাস্থ্য পরিচর্যা, ফ্রি চিকিৎসা, বিদ্যুৎ, গ্যাস, বিশুদ্ধ পানীয়, অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান ইত্যাদি। আমি বলব, তারা এসব কিছুই পাচ্ছে না। শহরের অস্বাস্থ্যকর নোংরা জায়গায় এদের বসবাস। কাজ করলে ভাত পায় নতুবা উপবাস। অনাহারে, অনিদ্রায়, মশার কামড়ে এরা রাত কাটায় তথাকথিত শহরের আনাচে-কানাচে। তবুও এরা শহরবাসী। সরকার প্রশাসনিক সুবিধার জন্য দেশের উপজেলা সদরগুলোকে পর্যায়ক্রমে পৌরসভায় উন্নীত করছে। কিন্তু এসব নবঘোষিত পৌরসভাগুলোতে কোন নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি পায়নি। পৌরবাসীরা শুধু বর্ধিতহারে ট্যাক্সের সুবিধা পাচ্ছেন। যে যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থায়ই আছেন। শুধু নামের পরিবর্তন করে পৌরবাসী হয়েছেন। গরীব, দুঃখী, অসহায় মানুষের অবস্থারও কোন পরিবর্তন চোখে পড়ে না। যারা সচ্ছল মানুষ তাদের সন্তানরা প্রাইমারী স্কুলে পড়ে না। তাদের সন্তানরা পৌরসভার সুবাদে গড়ে ওঠা কেজি স্কুল, প্রি-ক্যাডেট ও বিভিন্ন প্রকার উন্নততর একাডেমীগুলোতে লেখাপড়া করে। দরিদ্র পরিবারের শিশুরা যারা উপবৃত্তি পাবে বলে প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হয়েছিল তারা বর্তমানে হতাশ হয়ে ঝরে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে শিশুশ্রমে।

সুতরাং শুধুমাত্র শহর বা পৌরসভার অজুহাতে অসহায় দরিদ্র পরিবারের প্রাইমারী স্কুলে অধ্যয়নরত শিশুদের উপবৃত্তির [illegible] দরিদ্র শিশুদের একাংশের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন করা হবে বলে আমি মনে করি। প্রসঙ্গগত উল্লেখ্য যে, উক্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামীণ বিদ্যালয়ের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে উক্ত আদেশ সংশোধন করায় আজ সারাদেশের ছাত্রীরা উপবৃত্তি পাচ্ছে।

আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বরাবরে উপরোক্ত বিষয়টি পুনঃ বিবেচনা করে শহর বা পৌরসভায় অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের দরিদ্র, অসহায়, ছিন্নমূল শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির আওতাভুক্ত করার বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

-মোঃ আঃ সালাম
প্রধান শিক্ষক
নালিতাবাড়ী সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়
নালিতাবাড়ী পৌরসভা
নালিতাবাড়ী, শেরপুর।